দৈনিক সংবাদ

124

তারিখ ... 19 DEC 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২.....

রেহাই পায়নি ছাত্রীটিও। আহত হয়েছেন নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলের প্রাধ্যক্ষা। বুধবার জা'নগর ভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে তোলা ছবি।
—রেহনুমা আহমদ

জা'নগর ভার্সিটির ঘটনা

পুলিশকে এ্যাকশনে যাবার নির্দেশ দিলো কে?

॥ অরুণ মাহবুব ॥

বুধবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশি এ্যাকশন কার নির্দেশে হয়েছে তার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। নির্দেশ দেয়ার মত পর্যায়ের সবাই অস্বীকার করছেন তারা কোন নির্দেশ দেননি। বিষয়টি স্যাবোটাজ বলছেন কেউ কেউ।

গত ১১ই ডিসেম্বর রাতে আমিনবাজারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ৪ দিন ধরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে এ ঘটনার সুষ্ঠু সমাধান না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবে না বলে ঘোষণা দেয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকল ইসলাম ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ই ডিসেম্বর সকাল ১০টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন বলে কথা দেন। গত বুধবার কথামত ঠিক বেলা ১০টায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় গেটে এসে পৌঁছান। তিনি আসার আগেই আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা প্রধান গেটের সামনে বসে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল-সমাবেশ করছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমাবেশস্থলে পৌঁছার পর উপাচার্য অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী ছাত্রছাত্রীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে যেতে অনুরোধ করেন। ছাত্রছাত্রীরা বেঁকে বসে। তারা শ্লোগান ধরে 'রাজপথের সমস্যার সমাধান, রাজপথেই করতে হবে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন এবং তাদের সমস্যা সমাধান না করে ফিরবেন না বলে জানান। ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাসড়কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ করেই পুলিশের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। পুলিশের বর্বরোচিত হামলা থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা, নিরীহ ছাত্রী, কর্তব্যরত সাংবাদিক কেউই রেহাই পাননি। পুলিশ কমপক্ষে ২০টি টিয়ার গ্যাস শেল ছোড়ে। লাঠি ও বন্দুকের বাঁট দিয়ে ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সবাইকে পেটায়। পুলিশ কয়েকজন ছাত্রীর জামাকাপড় টেনে-হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলে। রাইফেলের বাঁট দিয়ে পেটায় নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলের প্রাধ্যক্ষা নাসিম আখতার হোসাইনকে।

কার নির্দেশে পুলিশ এরকম বর্বরোচিত হামলা চালালো? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অন্তত ১০ বার বলেছেন, তিনি নির্দেশ দেননি, বরং পুলিশকে থামিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত বুধবার বেলা ১১ টায় 'সংবাদ'কে জানান, পুলিশের উপর ইট-পাটকেল ছোড়া হয়েছে বলে পুলিশ তাকে জানিয়েছে। তিনি জানান, তাকে লক্ষ্য করে কোন ঢিল ছোড়া হয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও ঘটনাস্থলে ছিলেন ঢাকা জেলার ডিসি এম, এ মোবারক, ঢাকা জেলা এসপি ফারুক আহমেদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোখলেসুর রহমান, এএসপি (সাভার সার্কেল) মাহফুজুর রহমান,

নির্দেশ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

নির্দেশ ঃ দিলো কে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাভার থানা নির্বাহী অফিসার আজাদ চৌধুরী, সাভার থানার ওসি নবী হোসেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, প্রো-ভিসি অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ ও প্রক্টর আফসার আহমেদ। এ ১০ জন কর্মকর্তার যে কারো নির্দেশে পুলিশ এ্যাকশনে নামতে পারে। 'সংবাদ'-এর পক্ষ থেকে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। পুলিশের উর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তা পুলিশি এ্যাকশনের দায়-দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছেন। তবে তারা সবাই একই সুরে বলেছেন ঃ কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ঢিল ও জুতা ছুড়ে মারে। উপাচার্যসহ আহত কোন শিক্ষকই ঢিল বা জুতা কোনটাই দেখেননি বলে জানিয়েছেন। ছাত্রলীগ নেতারাও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি ঢিল ও জুতা ছুড়ে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। তাদের কেউ কেউ শূন্যে একটা জুতা উড়তেও দেখেছেন বলে জানান। তবে এ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলছেন, জুতা, কেউ বলছেন স্যান্ডেল। জুতা বা ঢিল কারা ছুড়েছে জানতে চাওয়া হলে, তারা সুস্পষ্টভাবে কোন সংগঠন বা ব্যক্তিকে অভিযুক্ত না করে বলেন, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনকে পণ্ড করার জন্য একটা মহল এ চক্রান্ত করেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় বিএনপি সাংসদের ইন্ধন রয়েছে বলে তারা দাবি করেন। 'সাধারণ ছাত্রঐক্য'-এর আন্দোলনে ছাত্রদলের গুটিকতক নেতা ছাড়া তেমন কাউকে অবরোধ করতে দেখা যায়নি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বিশ্ববিদ্যালয় গেটে আসেন, তখন তার বাঁ দিকে ৩/৪ গজ দূরত্বের মধ্যে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ছিলেন। তার সামনে প্রায় ৪ শতাধিক ছাত্রী বসেছিল। ছাত্রীদের পেছনে ছিল ছাত্ররা। এ অবস্থায় কোথা থেকে ঢিল বা জুতা ছোড়া হলো, পুলিশ বা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ কেউই সুস্পষ্টভাবে বলতে পারছেন না।

এক ছাত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময় দু'জন পুলিশের ভাষ্য দিয়ে জানায়, পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে হামলা চালিয়েছে। এ সময় সিন্ডিকেট সদস্য ও সাংবাদিক এ, বি, এম মূসা বলেন, পুলিশের ভিতরের বা বাইরের কোন এজেন্ট উস্কানি দিয়েছে। এখন সবার প্রশ্ন, এ এজেন্ট কে বা কারা? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিশ্চয়তা দিয়েছেন এ ব্যাপারে তদন্ত হবে। তদন্ত রিপোর্ট বেরুলেই জানা যাবে, প্রকৃতপক্ষে কার নির্দেশে বা ইন্ধনে পুলিশ এ নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে।

বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা পৃথক বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ ও ছাত্রলীগের বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তারা বলেন, এ ঘটনার জন্য সরকারের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।